তারিখ ... 14 OCT 2015 ...
পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ৩

দৈনিক
ইত্তেফাক

রামগঞ্জে জামায়াত-শিবিরের তাণ্ডবে ক্ষতিগ্রস্ত স্কুল মেরামত হয়নি

■ রামগঞ্জ (লক্ষ্মীপুর) সংবাদদাতা

৫ জানুয়ারি জাতীয় নির্বাচনে জামায়াত-শিবির তাণ্ডব চালিয়ে রামগঞ্জ উপজেলার নয়নপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবনটি ক্ষতিগ্রস্ত করে। ৩০ জানুয়ারি কর্তৃপক্ষ পরিদর্শন শেষে ভবনটি পরিত্যক্ত ঘোষণা করে। এরপর থেকে কোমলমতি ৩শ' শিশু শিক্ষার্থীর পাঠদান চলছে খোলা আকাশের নিচে।

এদিকে ভবনটি পরিত্যক্ত ঘোষণার দীর্ঘ ২২ মাস পার হলেও সরকারিভাবে ভেঙে ফেলার কোন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি। দুর্ঘটনার ভয়ে অনেক শিক্ষার্থী বিদ্যালয়ে আসতে আগ্রহ হারিয়ে ফেলছে।

বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সভাপতি সিরাজুল ইসলাম জানান, ১৯৬৫ সালের টিনের তৈরি একটি ঘর দিয়ে নয়নপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের যাত্রা শুরু। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর বিদ্যালয়টিকে সরকারিকরণ করা হয়। এলাকাবাসীর সহযোগিতা ও সরকারি অনুদানে বার বার মেরামত করা হলে ও ৫ জানুয়ারি সংসদ নির্বাচনের আগের দিন রাতে জামায়াত-শিবির হায়নার মতো তাণ্ডব চালায় স্কুলটিতে। ভাংচুর শেষে অগ্নিসংযোগ করে শিশুদের স্কুল কক্ষে বসে ক্লাস করার অনুপযোগী করায় কর্তৃপক্ষ কক্ষগুলো পরিত্যক্ত ঘোষণা করে।

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সুনীল দাস জানান, ভবনটিতে আগুন দেয়ায় কক্ষে পাঠদান সম্ভব না। বৃষ্টি হলে কক্ষে পানির ঢেউ খেলে। এছাড়াও দরজা-জানালা না থাকায় রাতের আঁধারে মাদকের আসর বসে। দুর্গন্ধে কমলমতি শিশুরা অসুস্থ হয়ে পড়ে। তাই খোলা আকাশের নিচে পাঠদান দিচ্ছি।

উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মঈনুল ইসলাম জানান, প্রতিবছর বিদ্যালয়ের সংস্কার, অধিক সংস্কার ও পুনর্নির্মাণ এ তিন ক্যাটাগরিতে তালিকা করে মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়। মন্ত্রণালয় থেকে বরাদ্দ পেলে নতুন ভবনের কাজ করা হবে।